৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৮ ভাদ্র – ২৪ ভাদ্র, ১৪২৮ ঃ ৪ সেপ্টেম্বর – ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 45, 4 SEPTEMBER - 10 SEPTEMBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : চাকরি ফেরত পেতে এক যুবক কলকাতা হাইকোর্টে যে নথি পেশ করেছিলেন তা থেকে বেরোচ্ছে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির গন্ধ। বিচারপতি নিজেই কুকীর্তি ফাঁস করতে মামলাটিকে জনস্বার্থ মামলায় রূপান্তরিত করে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতির এজলাসে।

রবিবার : কয়লা পাচার কাণ্ডের তদন্তের সূত্র ধরে ইডি ডেকে

পাঠালো রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে। রুজিরাকে ১ এবং অভিষেককে ৬ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে হাজিরা দিতে হবে। তবে রুজিরা শিশু পালনের দোহাই দিয়ে ইডিকে আহ্বান করেছেন নিজের বাড়িতে।

সোমবার : কাবুল এখন ধর্মান্ধদের কবলে। সঙ্গে দোসর

আমেরিকা। একদিকে বিমানবন্দরের কাছে ঘটল রকেট হানা, প্রাণ হারালেন এক মহিলা ও এক শিশু। অন্যদিকে ইসলামিক স্টেটের গাড়ি বোমা লক্ষ্য করে হামলা চালালো আমেরিকার ড্রোন। আমেরিকার সেনা পুরোপুরি সরবে আর দুদিনের মধ্যে।

মঙ্গলবার : টোকিও প্যারাঅলিম্পিকে পদক জয়ের

অভ্যাস গড়ে তুলেছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। জোড়া রুপোর পদকের পর শুটিং-এ সোনা জিতলেন অবনী লেখারা। জ্যাভলিনে সোনা আনলেন সুমিত আন্তল। ইতিমধ্যে ভারত পদক সংখ্যায় দুই অঙ্ক পার করেছে।

বুধবার : রাজ্য জুড়ে প্রোমোটারদের দৌরাত্ম্য

লাগামছাড়া। নেতাদের মদতে কাউকে তোয়াক্কা না করা প্রোমোটারদের শায়েস্তা করতে না পেরে কলকাতা হাইকোর্টের ভৎর্সনা শুনতে হল পুলিশকে। বিচারপতির মতে এ এক ব্যাধির আকার নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার : নারদ মামলায় রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও

সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং দুই নেতা মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নামে চার্জশিট দিল ইডি। পঞ্চম জন হিসাবে রয়েছেন সাসপেন্ড হওয়া আইপিএস অফিসার এসএমএইচ মির্জা।

শুক্রবার : কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা পাখির চোখ লাদেনের দল আল কায়দার। এক বিবৃতিতে এই উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করেছে এই

জঙ্গি গোষ্ঠী। তবে এর পিছনে হাত রয়েছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর বলে মনে করছে ভারতের কূটনৈতিক মহল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দরকার দুয়ারে কর্মসংস্থান

ওঁকার মিত্র ঃ এক পড়ন্ত বিকালে দুয়ারে সরকার শিবিরের ভাঙা হাটে তখন গোছগাছ চলছে। জমা পড়া ফর্ম গুণে গেঁথে ব্যাগে ভরার তোড় জোড় চলছে কর্মীদের ক্লান্ত হাতে। আধিকারিকরা ব্যস্ত তথ্য অনুযায়ী সারাদিনের সাফল্য খুঁজতে। এরই মধ্যে জড়ো হওয়া বেশ কিছু যুবক যুবতী পাওয়া গেল একসঙ্গে যারা এসেছিলেন চাকরি-বাকরির কোনও ফর্ম বিলি হচ্ছে কিনা জানতে। স্বভাবতই তারা হতাশ এমন কোনও কাউন্টার দুয়ারে সরকার শিবিরের অন্তর্ভুক্ত নয় জেনে। তাদের দাবি শুধু অনুদান বা ঋণ নয় সরকার তাদের দুয়ারে পৌঁছে দিক কাজের খবর। এমন একটা শিবির হোক যেখানে সরকারি-বেসরকারি চাকরির আবেদনপত্র বিলি হবে যোগ্যতা অনুযায়ী। যেখানে থাকবে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করার সুবিধা ও পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ। তাদের আক্ষেপ এভাবে বাংলার যুব সমাজ দাঁড়াবে না কারণ সরকারি সাময়িক আর্থিক সাহায্য নির্ভরতার অভ্যাস গড়ে তোলে, স্বনির্ভরতা বাড়ায় না।

যুব সম্প্রদায়ের এই হতাশার উপর যদি তথ্যের আলো ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে এই দাবি অমূলক নয়। গত কয়েক মাস আগের তথ্য বলছে গ্রামাঞ্চলের ১২ ও শহরাঞ্চলের ১০ শতাংশ শিক্ষিত (যারা অন্ততঃ উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডী পার করেছে) যুব সমাজ কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের বেকারত্বের হার ২০১১-১২ সালের ১০ শতাংশ ২০১৮-১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ১৩ শতাংশ। এরপর এসেছে করোনা মহামারি। গত দুই আর্থিক বছরে কাজ যাওয়া বহু বেকারত্বের সংখ্যা বেড়েছে হু হু করে। গুটিয়ে গিয়েছে বহু ছোট খাট ব্যবসা, কল-কারখানা, অসংগঠিত ক্ষেত্র। দিন মজুরীর স্বল্প শিক্ষিত বেকারের একটা বড় সংখ্যা বাড়তি যুক্ত হয়েছে কর্মহীনতার তালিকায়। সরকার বিনামূল্যে খাদ্য শস্য, ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি, আর্থিক সাহায্য, সুলভে ঋণ দিয়ে সামাল দেবার চেষ্টা করলেও শ্রমের হাহাকার কমানো যায়নি।

এরপর তিনের পাতায়

অন্ধকারে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষক দিবস ৫ সেপ্টেম্বর। জেলার বহু কৃতি শিক্ষকদের সরকার শিক্ষারত্নে ভূষিত করতে চলেছেন। কারণ তাঁরাই হলেন সমাজ গড়ার কারিগর। ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের তত্ত্বাবধানে দিনের বেশির ভাগ সময়টিতে বেড়ে ওঠে। সমাজের কাছে তাঁরা দায়বদ্ধ এবং উপহার দেন কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের। কিন্তু শিক্ষারত্নে আলোকে আলোকিত একটা প্রান্তের অপর প্রান্তে কিছু শিক্ষকরা চোখের জল ফেলছেন অন্ধকার পথে। অনেক প্রতিশ্রুতি এবং সরকারি নির্দেশিকা সত্ত্বেও চালু হয়নি প্রভিডেন্ট ফান্ড তাই শিক্ষক শিক্ষিকাদের মৃত্যুর পরে তাদের পরিবার হয়ে গিয়েছে দৃকভ্রান্ত। অনেকেই আবার লোকের বাড়িতে কাজ করে দিন চালাচ্ছেন। এনারাই হলেন চুক্তি ভিত্তিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষিকারা। বহু বার তাঁদের বেতন বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মাননীয়া তাঁদের বিষয়কটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার পরে বিষয়টি যখন শিক্ষা দফতরের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানো হয় সেই তখন থেকে এখন পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি বলে দাবি করছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা বলেন, তাঁরা আর অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের মতোই কাজ করে আসছেন কিন্তু তাঁদের সম্মানার্থে সরকার তেমন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাঁরা দৃঢ়ভাবে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা থাকলেও শিক্ষা দফতর কোনও এক ভৌতিক কারণ বশত তাঁদের দিকে তাকাতে ভুলে যাচ্ছেন। নতুন সরকার আসার পর নতুন শিক্ষামন্ত্রী সময় চেয়েও সময় পায়নি তাঁরা। শিক্ষক হিসাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত এই সব শিক্ষকরা ২ সেপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবে একটি আবেদন জানায় সরকারের কাছে। এই আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁদের কিছু দাবিও। সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ সরকার বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকারা আজ এক চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করছেন। বর্তমানে ৮০৪ জন এমএ, এমএসসি, এমকম ও বিএড যোগ্যতা সম্পন্ন উচ্চমাধ্যমিক চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকার দীর্ঘ ১৯ বছর চাকরি করার পর মাত্র ১৩১২৭ টাক বেতনে দৈনন্দিন জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

এরপর তিনের পাতায়

তদন্তে সিবিআই তৎপরতা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কুনাল মালিক : ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সিবিআইয়ের তৎপরতা বাড়ল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ খতিয়ে দেখেন। কুখ্যাত দুষ্কৃতি হিসাবে জেলার বেশ কয়েকজনের নামের লিস্ট প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কলকাতা হাইকোর্ট ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। গত ২৯ আগস্ট জেলার রামনগর থানার খোরদোনালা গ্রামে সিবিআইয়ের এক প্রতিনিধি দল যান। ওই গ্রামের রাজু সামন্ত গত ২৯ মে ২০২১ খুন হন বলে অভিযোগ করে বিজেপি। অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে। রামনগর থানায় কেস নম্বর ৮৯/২০২১, ৩০২ ধারায় ৬ জন অভিযুক্ত হন। সি বি আইয়ের প্রতিনিধিরা (সূত্রের খবর) আলাদা করে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তরা এখনও অধরা। অন্যদিকে উস্থি থানা এলাকায় সৌরভ বরকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারার অভিযোগ আছে। এখানেও সিবিআই প্রতিনিধিরা যান। এছাড়া ক্যানিং, সোনারপুরের একাধিক জায়গায় সিবিআইয়ের প্রতিনিধিরা তদন্ত চালাচ্ছেন। জেলার তৃণমূলের এক নেতা বলেন, বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে এই সব কাণ্ড করছে। অন্য দিকে বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, এসব ব্যাপারের সঙ্গে বিজেপির কোনো সম্পর্ক নেই। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত করছে।

পাট শিল্প ও জুটমিলের ভবিষ্যত অন্ধকারে

সরকারি উদাসীনতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পাট শিল্প এক অন্যতম প্রধান পরিচিত শিল্প। পাটকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ আমলে বারাকপুরে তৈরি হয় জুট মিল বা চট কল। এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা ২৫টি চটকলকে ঘিরেই এই এলাকা বারাকপুর শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পায়। এক সময় রমরম করে চলা এই জুট মিলগুলো বামফ্রন্টের শাসনকাল থেকেই মার খেতে শুরু করে।

সিটু (সিআইটিইউ)-র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদক গার্গী চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিক্রিয়ায় বলে, 'জুট মিলগুলোর ভবিষ্যৎ এমন খারাপ হওয়ার জায়গায় ছিল না। মালিকরাই এগুলোকে খারাপ করে রেখে দিচ্ছেন। একদিকে যেমন পাটের ক্রাইসিস রয়েছে, তেমনই অন্যদিকে সরকারের নীতি নির্ধারণ নিয়েও সমস্যা রয়েছে। পাটচাষিরা যদি পাটের উচিত মূল্য না পায়, তাহলে পাট চাষ করবে কেন? পাশাপাশি শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করতে হবে। পাটে এখন আর মালিক নেই। সব দালালদের হাতে চলে গিয়েছে। পঁচিশটা জুট মিলের মধ্যে প্রায় ২০টি এখন চলছে। তবে তাও ধুঁকে ধুঁকে। চটকলকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক আছে। তার মধ্যে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। কাজ হলে টাকা পায়, না হলে না। এদিকে পাটের জোগান সেভাবে না থাকায় অধিকাংশ শ্রমিকই কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। অনেকেই হকারি সহ বিভিন্ন, অসংগঠিত পেশায় নিযুক্ত হচ্ছেন বাধ্য হয়ে। আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে দিন কাটছে তাদের। তবে আমরা শ্রমিকদের জয়নগরের মোয়াকে বাঁচাতে পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের উদ্যোগে পা।য় পা।য় খেজুর গাছ রোপন কর্মসূচি শুরু হলো জয়নগরে স্বার্থে জুটমিলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।'

এরপর তিনের পাতায়

অতিবর্ষণে ক্ষতির মুখে নার্সারি

দেবাশিস রায় : একদিকে করোনাকালে দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ সরকারি বিধিনিষেধের ধাক্কা। অন্যদিকে আবহাওয়ার চরম খামখেয়ালিপনা সহ অতিবর্ষণ, এই জোড়া ফলার আক্রমণে ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছে পূর্বস্থলীর শতাধিক নার্সারি। সাম্প্রতিককালের একাধিক দুর্যোগ সহ অতিবর্ষণজনিত কারণে নার্সারিতে দেশি-বিদেশি হরেকপ্রকার ফুল ও ফল চারার বীজতলা নষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার চারার উৎপাদন কাজ যেমন ব্যাপকভাবে ব্যহত হয়েছে পাশাপাশি করোনাকালে দীর্ঘদিন যাবৎ লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকায় এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত শত শত কারবারীদের কেনাবেচা কার্যত লাটে ওঠে। সবমিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ এতটাই বেশি যে এই নার্সারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা বর্তমানে নানাবিধ সরকারি সহায়তার জন্য মুখিয়ে আছেন। অন্যথায় নার্সারি কারবারের আসন্ন মরশুমে এই পেশার সঙ্গে জড়িত পরিবারগুলির আর্থিকভাবে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোটা কার্যত কঠিন হয়ে পড়বে। তবে, পূর্বস্থলীর দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের বর্তমান সমস্যার সামগ্রিক বিষয়টি কানে পৌঁছতেই তৎপর হয়ে ওঠেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি সম্প্রতি কারবারের দুরবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে সশরীরে নার্সারির দরজায় হাজির হয়েছিলেন। আর হাতের কাছে মন্ত্রীকে পেয়েই নার্সারি ব্যবসায়ীরা তাঁদের উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। এদিকে মন্ত্রী সবকিছু দেখেশুনে ফিরে যাওয়ার পর থেকেই সকলপ্রকার কারবারীগণ যথাযথ সরকারি সহায়তার প্রত্যাশায় নতুন করে বুক বাঁধতে শুরু করেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী পূর্বস্থলী ১ এবং ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নার্সারি শিল্প। এর মধ্যে অনেক নার্সারি তিন-চার দশকেরও পুরনো।এখানকার নার্সারি শিল্পের সুনাম এখন বঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এখানকার বড়ো থেকে ছোটো বিভিন্ন নার্সারিতে উন্নত এবং উচ্চফলনশীল প্রজাতির আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, নারকেল, কলা, সবেদা, মুশম্বি প্রভৃতি ফলের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি হরেকপ্রকার ফুল সহ অর্কিড, ক্যাকটাস ও পাতাবাহার চারার উৎপাদন হয়। এমনকি, কিছু কিছু নার্সারিতে আপেল, আঙুর, কমলালেবু, নাসপাতি, স্ট্রবেরি, রাম্বুটান, চেরি প্রভৃতি ফলের চারাও পাওয়া যায়।

এরপর তিনের পাতায়

আমাকে আর লুকোচুরি খেলতে হবে না

প্রয়াত কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহকে নিয়ে আমার একান্ত ব্যাক্তিগত স্মৃতিচারণা

সিদ্ধার্থ সিংহ : ধর্মতলার অম্বর রেস্তোরাঁ কাম বারের ওপরে ছিল বুদ্ধদেব গুহর অফিস। আমি তখন আনন্দবাজারে ঢুকেছি মাত্র কয়েক দিন হয়েছে। সবে পুজো সংখ্যার কাজ শুরু হয়েছে। রমাপদ চৌধুরী আমাকে বললেন, যান তো। বুদ্ধদেব গুহর হয়ে গেছে। চট করে একটু নিয়ে আসুন। গিয়ে দেখি ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছেন। আমি বুদ্ধদেব বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই বলাতে রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বললেন, কী ব্যাপার বলুন...

আমি বললাম, ওনাকে বলুন আমাকে রমাপদ চৌধুরী পাঠিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার পুজো সংখ্যার লেখাটা নিতে এসেছি। উনি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ভিতরে যান।

আমি ভিতরে ঢুকে বললাম, ও আপনি? আসলে আমি বেশ কয়েক বার ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। না, একা নয়, কান্তে কবি দীনেশ দাসের বড় ছেলে শান্তনু দাসের সঙ্গে। শান্তনুদা তখন ঘরোয়া পত্রিকা দেখছেন। প্রসাদ পত্রিকা দেখছেন। যে সময়ের কথা বলছি, তখন এই দুটি পত্রিকাই ছিল বাংলা ভাষার সারির চটকদার পত্রিকা। বাবার সুবাদে বাংলা ভাষার প্রায় প্রতিটি কবি লেখকের বাড়িতেই ছিল শান্তনুদার অবাধ যাতায়াত। আমি শান্তনুদার সঙ্গে প্রথম গিয়েছিলাম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। শিবনারায়ণ রায়ের বাড়ি এবং এই ভদ্রলোকের বাড়ি। তখনও আমি তাঁর নাম জানতাম না। তবে মনে আছে, শান্তনুদার সঙ্গে তাঁর একবার বেশ কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তাঁর লেখা প্রসঙ্গে শান্তনুদা বলেছিলেন, কোনও বাঘ কি আট ফুট লম্বা হতে পারে? উনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পারে। অবশ্যই পারে। কোনও বাঘ যদি গাছের গুড়িতে সামনের পা দুটো আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিমায় টান টান করে মেলে দেয়, তা হলে আট ফুট কেন? তার থেকে বেশিও হতে পারে। তার মানে ইনিই বুদ্ধদেব গুহ! এঁর বাড়িতে তো আমি বহু বার গিয়েছি। কিন্তু ততক্ষণে আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, 'ও আপনি?' আমার কথা বলার ধরন দেখে উনি বলেছিলেন, কেন? অন্য কাউকে আশা করেছিলে নাকি? শান্তনু কেমন আছে?

আমি বললাম, শান্তনুদা নয়, আমাকে পাঠিয়েছেন রমাপদবাবু, মানে রমাপদ চৌধুরী। সে দিন সংখ্যার লেখা দেওয়ার সময় উনি আমাকে একটি শেফার্ড পেন উপহার দিয়েছিলেন। আসলে কলমের প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ দুর্বলতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামীদামি কোম্পানির দামি দামি পেন সংগ্রহ করতেন। সেই পেন রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যে দু'জন লোক ছিল এবং প্রথম কারও সঙ্গে আলাপ হলেই উনি তাকে

কলম উপহার দিতেন। বুদ্ধদেব গুহ একজন লেখকই ছিলেন না, ছিলেন একজন সংগীতশিল্পীও। তিনি ১৯৩৬ সালের ২৯ জুন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন। লিখেছেন কবিতা, গল্প এবং উপন্যাস। তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র ঋজুদা যেন তাঁর মতোই পরিব্রাজক। সে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তার সঙ্গী রুদ্রকে নিয়ে।

পৃথিবীর দেশ ভ্রমণ করে আসা এই লেখক অরণ্যকে যেমন তাঁর লেখার এক মূল আধার হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তেমনই তাঁর লেখাগুলোর পটভূমিও ছিল পূর্ব বাংলার গহীন অরণ্য। বুদ্ধদেব গুহ প্রেমের উপন্যাস রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি। তার মাঝে 'হলুদ বসন্ত' অন্যতম। বাংলা কথাসাহিত্যে এমন রোমান্টিসিজমের সংযোজন খুব কম লেখকই করতে পেরেছেন। পাঠক নন্দিত গুহর উপন্যাসগুলো হল--- 'মাধুকরী', 'একটু উষ্ণতার জন্য', 'নগ্ন নির্জন', 'অববাহিকা', 'পরদেশিয়া', 'সবিনয় নিবেদন (পত্রোপন্যাস)', 'আলোকঝারি' ইত্যাদি। ছোটদের জন্য লিখেছেন 'ঋজুদা' সিরিজ। বুদ্ধদেব গুহর কাহিনি নিয়ে নির্মিত হয়েছে একাধিক টিভি অনুষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র। ১৯৭৭ সালে তিনি আনন্দ পুরস্কার পান। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, যে কোনও বেসরকারি বড় অঙ্কের আর্থিক পুরস্কারের ক্ষেত্রে ইনকাম ট্যাক্স কাটা হয়। আনন্দ পুরস্কার প্রাপকদের যাতে সেই ট্যাক্সটা দিতে না হয়, সে জন্য ট্যাক্স ছাড়ের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন এই বুদ্ধদেব গুহই। আর সে জন্য আনন্দ পুরস্কার পেলে আজও আর কোনও কবি, লেখক বা প্রাবন্ধিককে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। উনি আনন্দবাজার পত্রিকায় ঠিক সময়ে লেখাটা দিলেও ফাইনাল দেখার ক্ষেত্রে তাঁর এতটাই খুঁতখুঁতানি ছিল যে, প্রুফটা নেওয়ার সময় কবে দেবেন দিনক্ষণ বলে দিলেও, কতবার যে ঘোরাতেন তার কোনও ঠিক ছিল না। পর পর বেশ কয়েক দিন ঘোরার পরে আমি এতটাই বিরক্ত হয়েছিলাম যে, আমি তাঁর সামনেই অসন্তোষ প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। উনিও নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। বলেছিলেন, আমি মতো লিখি না। আমি টিকে থাকার লেখা লিখি। তাই লেখা ছাপা হওয়ার আগে আমি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে পুরোটা দেখি। তাই আমার সময় লাগে, বুঝেছ?

জানতাম, উনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। কলকাতার একজন নামকরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৪ সেপ্টেম্বর – ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২১

ভ্যাকসিন বিশৃঙ্খলা

পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন পর্যায়ে নানা রকমের ভ্যাকসিন বিপুল পরিমানে দেওয়া হচ্ছে। পুরসভা এবং সরকারি হাসপাতালগুলিতে মূলত কোভ্যাক্সিন ও কোভিশিল্ড দেওয়া হচ্ছে। সারা ভারত জুড়েই বিনামূল্যে এই ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ভ্যাকসিনগুলি জনসংখ্যার বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে বিলি ব্যবস্থা করছেন। ভ্যাকসিন বণ্টন নিয়ে নানা রাজনৈতিক চাপান উতোর থাকলেও ভ্যাকসিন কেন্দ্রগুলির হাল সর্বত্র সমান নয়। প্রথম দিকে এই ভ্যাকসিনকে কেন্দ্র করে নানা বিভ্রান্তি জনমানসে ছিল। টিকাদান কর্মসূচিকে সুস্থভাবে ছড়িয়ে দিতে প্রশাসনের তরফ থেকে আবেদন করা হয়েছিল যাতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ভ্যাকসিন দান প্রক্রিয়াটিকে সহজভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশ কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বহু টিকা কেন্দ্রে চরম বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা গেছে। সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা না হলেও কোনও কোনও জায়গায় স্কুল বাড়িতে কিংবা ক্লাব ঘরে ভ্যাকসিন দান কেন্দ্র খোলা হয়েছে। দেশের মানুষের কাছে সবার কাছে স্মার্ট ফোন কিংবা ইন্টার নেট পরিষেবার সুযোগ পৌঁছয় নি। দুটি টিকা গ্রহণের জন্য স্মার্ট ফোনে রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। কোনও কোনও টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে কত জনকে টিকা দেওয়া যাবে একটি দিনে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলে কোনও কোনও টিকাদান কেন্দ্রে স্বজন পোষণের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি একটি নির্দিষ্ট পার্টি অফিস থেকে ভ্যাকসিন দেবার ছবিও ধরা পড়েছে টেলিভিশনের ক্যামেরায়। কোথাও কোথাও ভ্যাকসিন গ্রহণকে কেন্দ্র করে মারপিট হাতাহাতি সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। সুশৃঙ্খলভাবে ভ্যাকসিন প্রদানের যে কর্মসূচি অনায়াসেই গ্রহণ করা যেত কার্যত কয়েকটি জেলায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা গেছে। কোচবিহারের একটি টিকাদান কেন্দ্রে শয়ে শয়ে মানুষের ঢল নেমেছিল, স্কুল বিল্ডিয়ের লোহার দরজা মানুষের চাপে ভেঙে পড়ে। পদপৃষ্ঠ হন প্রায় ২৫ জন মহিলা। ঘটনা আরও গুরুতর হতে পারতো। আগে করোনা টিকা গ্রহণের লাইনে সারা রাত জেগে অপেক্ষা করার ছবি পড়েছিল গণ মাধ্যমে। অবস্থা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। টিকাদান কেন্দ্রের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছে তবু মানুষের হয়রানি কমে নি। বিশ্ব জুড়ে মহামারি এমন তাণ্ডব আগে থেকে আঁচ না করতে পারার কারণে এমন বিশৃঙ্খলা প্রথম দিকে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যদি সক্রিয় না হন তাহলে ভ্যাকসিন গ্রহণের আগেই বিশৃঙ্খল পরিবেশের কারণে করোনার তৃতীয় ঢেউ মাথাচাড়া দিকে পারে। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে বিমান বন্দরের অসর্তকতা, লাগাম ছাড়া জন সমাবেশের ঘটনা মারাত্মক ক্ষতি করেছিল। সেই দ্বিতীয় করোনার ঢেউ অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলেও গাছাড়া ভাব নতুন বিপদ ডেকে আনতে পারে। সুশৃঙ্খলভাবে এবং সহজভাবে যাতে মানুষ টিকা পেতে পারে কোভিড বিধি মেনেই সেদিকে রাজ্য প্রশাসনের আরও বেশি সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। এব্যাপারে স্থানীয় ক্লাব জন প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট জনেরা ভূমিকা নিতে পারেন। টিকা গ্রহণের পদ্ধতি যাতে সাধারণ মানুষ সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারেন সেজন্য গণ মাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশনে সরকারি প্রচার জরুরি। দুয়ারে সরকার, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি সরকারি প্রকল্পগুলি যেমন বিশৃঙ্খলভাবে এগোচ্ছে তেমনভাবেই দেশের সার্বিক টিকাকরণ প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। নইলে জায়গায় জায়গায় রাজ্যবাসীকে কোচবিহারের মতোই পদপৃষ্ঠ হতে হবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শরণাগতির এই দর্শন শিক্ষা দিতেই ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন। যখন কেউ পূর্ণপ্রতি ও পূর্ণশক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শরণাগতি এবং উপাসনার শিক্ষা দান করে, তখনই প্রকৃত মানবসেবা সম্পাদিত হয়। শ্রীঈশোপনিষদের এই মন্ত্রে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়।

ভগবানের মহান কার্যকলাপ শ্রবণ ও কীর্তনই হচ্ছে এই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কলিযুগে ভগবৎ–উপাসনার সহজ উপায়। কিন্তু মনোধর্মী–প্রসূত জল্পনা–কল্পনাকারীরা মনে করে যে, ভগবানের ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে কাল্পনিক; তাই তারা ভগবৎ–লীলা শ্রবণে বিরত থাকে এবং অজ্ঞ জনসাধারণের মনোযোগ বিপতে চালিত করার জন্য কিছু সারবত্তাহীন কথার ভেল্কি উদ্ভাবন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ শ্রবণের পরিবর্তে ভণ্ড গুরুদের প্রচারের জন্য নিজেদের অনুগামীদের প্ররোচিত করার মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের বিজ্ঞাপিত করছে। আজকাল এই প্রকার ছলনাকারীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই সব ছলনাকারী নকল অবতারদের অপপ্রচার থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপনিষদগুলি পরোক্ষভাবে আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

বিশেষ বার্তা

পুরনো কুড়ি টাকার নোটের পিছনে যে ছবিটি রয়েছে তা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের 'নর্থ বে আইল্যান্ড' নামক দ্বীপের একটি দৃশ্য।

নিফটি ও সেনসেক্স–এর দৌড় কদ্দুর?

পার্থসারথি গুহ : গত কয়েক মাস থেকে যেভাবে বাজার 'ইউ টার্ন' নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিফটি ফের তার রেকর্ড উচ্চতা অর্থাৎ ১৭ হাজারের এর গণ্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বাজার সার্বিকভাবে ঠিক হবে তখনই যখন মিডক্যাপ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। যেটা এই মুহূর্তে দুরাশা মনে হচ্ছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। হয়তো একটু সময় লাগবে। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি।

এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। হতে পারে আগামী ৩–৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২২– কিংবা ২০২৩–এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

কারণ বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের

ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

শিশু শ্রম রুখতে শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নারী নির্যাতন, নারী পাচার, শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ বেড়েই চলেছে। সমাজের বুকে এমন সব কাজের জন্য বিভিন্ন সংগঠন কিংবা সরকারী ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করে বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।সমাজের বুকে এমন সব কার্য কলাপ চিরতরে বন্ধ করতে শপথ নিয়ে এবার মাঠে নামলেন ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি রাজাপুর ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতির কয়েক'শ মহিলা। ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালনের পাশাপাশি ও সোমবার সকালে তালদি ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায়একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবারও স্বাধীনতা দিবস পালন করে শপথ নিলেন সংস্থার মহিলারা। অঙ্গীকার করলেন সমাজের

বুক থেকে সচেতনতার মাধ্যমে যেনতেন প্রকারে নারী জাতির উপর অত্যাচার, নারীপাচার, বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম বন্ধ করা।এদিন শপথ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি এলাকায় সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে মহিলাদের নিয়ে মিছিল সহকারে এলাকায় সচেতনতা করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতির অঞ্জনা মন্ডল, রসিদা সরদার, বন্দনা সরকার, মমতা তালুকদার, সুমিতা দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা সরদার সহ অন্যান্যরা। সংস্থার সভাপতি অঞ্জনা মন্ডল বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক কাজ হবে এলাকায় কোনও বাল্য বিবাহ, নারীপাচার, নারী নির্যাতন এবং শিশু শ্রম না হয়। পাশাপাশি আমরা আমাদের পরিধি বাড়িয়ে ক্যানিং মহকুমা এবং পরবর্তী ধাপে সমগ্র জেলায় এমন কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বুক থেকে ওই সমস্ত অপকর্ম সরিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।'

চন্দননগরে ঋষি অরবিন্দের মহতী জন্মোৎসব পালন

মলয় সুর : চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় ঋষি অরবিন্দের ১৪৯তম জন্মোৎসব পালন তাদের নিজস্ব শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দ–শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ভবনের প্রধান ট্রাস্টি ও ভাষ্যকার বিশ্বজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে নিলয়ের বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ সমার্পণ (২০২১) ৩০তম সংখ্যা প্রকাশ করেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি অরিন্দম সিংহরায়। করোনা অতিমারীতে বিশেষ কাজের জন্য

নদিয়ার বীরনগর উষা গ্রাম ট্রাস্টের প্রতিনিধির হাতে ২৫ হাজার টাকা চেক তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সম্পাদিকা স্বাতী শীল। অনুষ্ঠানে শেষ পর্বে শ্রীঅরবিন্দের সার্ধশত বর্ষেরী সূচনার 'লোগো' উদ্বোধন করেন কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ মেমোরিয়াল আকাদেমির কর্ণধার অর্জুন ঘোষ। অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী অনিতা চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর পরিমার্জিতভাবে সঞ্চালনা করেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য বিধি মেনে একশত ভক্ত ও শ্রোতা সমাগম হয়।

পাচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জঙ্গল বন্ধের সুযোগ নিয়ে কাঠ পাচার বাড়ছে ডুয়ার্স এলাকায়। এই সময় যেহেতু জঙ্গলে ভেতরে প্রবেশ নিষেধ, তাই এই সুযোগে জঙ্গলের গাছ কেটে পাচারের প্রবনতা বেড়েছে।এই ভাবেই বুধবার মালবাজার মহকুমার চালসার মঙ্গলবাড়ি বাজারে ৩১ নং জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি সমেত ২ লক্ষ টাকার শালকাঠ উদ্ধার করল চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা। এঘটনায় ওই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে বনদপ্তরের কাছে খবর আসে একটি গাড়ি বোঝাই শালকাঠ পাচারে উদ্দেশ্যে চালসা থেকে লাটাগুড়ির যাচ্ছে। এরপরই বনকর্মীরা মঙ্গলবাড়ি বাজার এলাকায় ওঁৎ পেতে থাকে। গাড়িটি সামনে এলেই গাড়িটিকে ঘেরাও করে ধরে বনকর্মীরা। এরপরই কাঠ মাফিয়ারা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। চালসা রেঞ্জের রেঞ্জার পল্লব মুখার্জি বলেন, বাজেয়াপ্ত হওয়া শালকাঠের আনুমানিক বাজার মূল্য দুলক্ষ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাত প্রার্থী বিজেপি সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত। উত্তরবঙ্গের একাধিক সমস্যাকে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর আগামী উত্তরবঙ্গ সফরে একটি প্রস্তাব পত্র তুলে দিতে চলেছেন সাংসদ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে নিজের বাসভবনে উত্তরবঙ্গের বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন সাংসদ তথা বিজেপির যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজু বিস্তা। এদিন সংবাদমাধ্যমে সাংসদ বলেন , মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবারই উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন। কিন্তু একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও আখেরে কিছুই হয় না। এবারও মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন। তারা চান, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্পের ঘোষণা করুক। সেগুলোকে বাস্তব রূপ দিক। মুখ্যমন্ত্রী যদি উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কোনো কাজ করে তাহলে আমরা তার কোনো বিরোধ করব না। তবে এ সপ্তাহে' মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরে আসার কথা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নেমে সরাসরি উত্তরকন্যা যাবেন মুখ্যমন্ত্রী।

জনভিত্তি হারাচ্ছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরবঙ্গে ক্রমশ জনভিত্তি হারাচ্ছে বিজেপি। আর তার কারণ তাদের দলেরই নেতা–মন্ত্রীরা। উত্তরবঙ্গের দুই সাংসদকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। কিন্তু মোদি–শাহ তথা বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বাংলাকে অশান্ত করে তোলার লাগাতার চক্রান্তের শরিক হয়ে দুই মন্ত্রীর কার্যকলাপে জলপাইগুড়িতে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বিজেপির শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক প্রচুর গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করেছেন। আর তার এই যাত্রাকে সমর্থন করতে গিয়ে বিধি ভেঙে জেলার ২৭৩ জন নারায়ণী সেনার সদস্যকে জেলে যেতে হয়েছে। এর মধ্যে ২২৩ জনের জামিন হলেও বাকিদের এখনও হয়নি। অর্থাৎ বাকিরা এখনও জেলে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়

বলেন, এসব বিভিন্ন কারণে মানুষ বিজেপির সঙ্গে আর নেই। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের সঙ্গে আছেন। ভবিষ্যতেও থাকবেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ৫০০ জনেরও বেশি বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। আর তাদের জামিন করাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে জেলা নেতৃত্ব। আরেক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লার বঙ্গভঙ্গ নীতি এবং হিসাব–বহির্ভূত সম্পত্তির বিষয়গুলি দলীয় কর্মীদের ওপর যথেষ্ট বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি জলপাইগুড়িতে এসে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বঙ্গভঙ্গকে সায় দেওয়ায় দলীয় কর্মীদের মনোবল কমিয়ে দিয়েছে। বিজেপির অভ্যন্তরীণ এই সমস্যাগুলো আখেরে সুবিধে করে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের।

বালি পাচার রোধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: বালি পাচারের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ জারির পর বুধবার অবৈধ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ এবং ময়নাগুড়ির ভূমি রাজস্ব দপ্তর। বুধবার ময়নাগুড়ি রামশাই, পানবাড়ি, জল্লেশ এবং ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি লরি ও একটি ট্রাক্টর সহ দুজনকে আটক করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। গত মঙ্গলবার ময়নাগুড়ির ভুঙ্গাডাঙা গ্রামে পুলিশের অভিযান চলে। অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক ও

দুটি ট্রাক্টর পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে এবং একজনকে গ্রেফতার করে। বুধবার দুপুরে ফের ময়নাগুড়ি রামসাই এলাকা সহ ময়নাগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় ময়নাগুড়ির থানার পুলিশ এবং ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তর। পুলিশ আসার, আভাস পেয়ে বালি বোঝাই ট্রাক্টর ছেড়ে পালিয়ে যায় বালি কারবারীরা। পরবর্তীতে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ সেই এলাকা থেকে বেশ দুটি বালু বোঝাই ট্রাক্টর আটক করে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ বালি কারবারীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি যাদব সমিতির উদ্যোগে শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান শিলিগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মাননীয় গৌতম দেব, মেম্বার অফ দি শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অলোক চক্রবর্তী এবং বর্তমানে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। অনুষ্ঠানে

শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হয়।

অধিকার রক্ষার শপথ নিয়ে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিক্ষার সংকট দূর করতে নিজেদের অধিকার রক্ষার শপথ নিয়ে কাদোবাড়ি এলাকায় মিছিলে হাটলো ছাত্ররা। এনইপির নামে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার, তার সাথেই তাল মিলিয়ে কোভিডকে সামনে রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে ছাত্র–ছাত্রীদের অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে রাজ্য সরকার, এরই প্রতিবাদে অবিলম্বে কোভিডবিধি মেনেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা এবং ফিস মকুবের ডাক দিয়েছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, এদিকে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে এসএফআই–এর লোকাল কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে প্রচারের জন্য লাগানো পতাকা, ব্যানার, ফ্লেক্স রাতের অন্ধকারে ছিড়ে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা, এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ সকালে জমায়েত করে নিজেদের

প্রচার এর সামগ্রী সেই স্থানগুলিতে পুনরায় লাগানো হয়, এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে ধিক্কার মিছিল করা হয়, উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব অর্পণ পাল, জেলা সম্পাদক প্রভাকর সরকার, রাজিউল ইসলাম, শুভময় ঘোষ, অরিন্দম ঘোষ সহ ছাত্র নেতৃত্ব॥

নতুন প্রশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইসলামপুর পুরসভার নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন পনেরো নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর মানিক দত্ত। আজ ইসলামপুর পুরসভার ডরমিটরি হলে বিদায়ী প্রশাসক কানাইলাল আগরওয়াল নতুন প্রশাসক মানিক দত্তর হাতে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। সোমবার নতুন দায়িত্ব বুঝে নেন মানিকবাবু । ওয়ান ম্যান ওয়ান পোস্ট এই ফর্মুলাতে দল যখন চলছে সেই নিয়মে ও সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী মানিকবাবু আজ নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । পাশাপাশি কানাইলাল আগরওয়াল জানান, নতুন প্রশাসক হিসেবে মানিক দত্ত আজ থেকেই কাজ শুরু করবেন এবং তিনি আরও বলেন, পুরনো যেসব কাজ চলছে সে রকমই কাজ চলবে। সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করবো। নতুন কাজ করা হবে ইসলামপুরে। নেতাজি সুভাষ মঞ্চ অর্থাৎ পাবলিক হল এর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও ইসলামপুরের নিত্যদিনের যে যানজট সেই যানজট মোকাবিলা করা হবে। কারণ দুয়ারে সরকারের যে প্রকল্প চলছে সেই প্রকল্পে সমস্ত আধিকারিক সহ বিভিন্ন কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যার জন্য এটি করা হচ্ছে না। তবে দুয়ারে সরকার প্রকল্প শেষ হলে আবার নতুন উদ্যমে পুরসভার এলাকায় যে ট্রাফিক ব্যবস্থা তা ঠিক করা হবে বলে তিনি জানান। এদিন ডরমিটরি

হল থেকে হেঁটে মানিকবাবু পুরসভাতে পৌঁছান এবং সেখানে পুরসভার মূল প্রবেশদ্বারে প্রণাম করে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। এবং তার শুভানুধ্যায়ীরা সেখানে তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর পুরসভার বিদায়ী পুর প্রশাসক কানাইলাল আগরওয়াল। পুরসভার বোর্ড মেম্বার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাগিনা বেগম ও গঙ্গেশ দে সরকার।

চুরি করে ঘুমিয়ে পড়লো চোর

সুভাষ চন্দ্র দাশ : চুরি করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল চোর। আর সেই অভিযোগে এক যুবককে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গৃহস্থের মালিক সহ প্রতিবেশীরা। ক্যানিং থানার পুলিশ গুরুতর জখম যুবককে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর তালদি গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর তালদি গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ কুমার নাথ। কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকেন। গ্রামের বাড়িতে মাঝে মধ্যে যাতায়াত করেন। মঙ্গলবার সকালে গৃহস্থের বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে দিনের জানালা ভেঙে ঢুকে পড়েছিল এক যুবক। অভিযোগ একদফা চুরি করে পাশের একটি ডেরায় রেখে আবারও সেই বাড়িতে ঢুকেছিল চুরি করতে।

চুরি করার সময় ঝিমঝিম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। এক সময় ঠান্ডা আবহাওয়া পেয়ে ওই যুবক চুরি করে ব্যাগপত্র গুছিয়ে রেখেছিল। অক্লান্ত পরিশ্রম হওয়ায় একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ঘরের মধ্যেই চেয়ারের তলায় বিছানা করে পায়ের উপর পা দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও ঘুম ভাঙেনি ওই যুবকের। এদিকে প্রতিবেশীরা দেখতে পায় জনৈক প্রদীপ কুমার নাথের ঘরের জানালা ভাঙা রয়েছে। তারা প্রদীপ বাবুকে ফোন করে ঘটনার কথা জানায়। প্রদীপ বাবু ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা খুলেই তাজ্জব হয়ে যান। ঘরের মধ্যে সমস্ত কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। ঘরে যে চুরি হয়েছে সেটা তিনি বুঝতে পারেন। এরপর চেয়ারের তলায় নজর পড়তেই চক্ষু চড়কগাছ। প্রথমেই ভয় পেয়ে যান। দেখতে পায় চেয়ারের তলায় মস্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছে এক যুবক। চোর চোর বলে চিৎকার চেঁচামেচি করলে পাড়ার প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসেন। ওই যুবক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সাধারণ মানুষের হাতে ধরা পড়ে যায়। চলে উত্তম মধ্যম। এরপর ওই যুবক কে ক্যানিং থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রদীপ কুমার নাথের দাবি, ওই যুবক এলাকায় আগেও কয়েকবার চুরি করে ধরা পড়েছিল। আজ আবার চুরি করে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। অন্যদিকে অভিযুক্ত যুবকের দাবি সে চুরি করেনি। একটু মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মোয়া বাঁচাতে পাড়ায় পাড়ায় খেজুর গাছ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়নগরের মোয়ার প্রধান উপাদানকে বাঁচাতে এবার এগিয়ে এলো এলাকার মোয়া শিল্পের সাথে জড়িত মানুষ জন। আর তাদের এই উদ্যোগে পুরোপুরি সহায়তা করলেন জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল। তারই উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে জয়নগরে পাড়ায় পাড়ায় খেজুর গাছ রোপণ কর্মসূচির সূচনা হলো।মঙ্গলবার সকালে জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের রাধাবল্লভ তলায় পাড়ায় পাড়ায় খেজুর গাছ রোপণ' কর্মসূচির সূচনা হল। এদিন গাছ বসিয়ে এই কাজের শুভ সূচনা করলেন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল।তিনি এদিন বলেন, কথা দিয়েছিলাম

মোয়া ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াবো। তাই এখন পদে না থেকেও মোয়া ও মিষ্টান্ন সমিতির ব্যবসায়ীদের হাতে উন্নত জাতের খেজুর গাছ তুলে দিলাম। পুর এলাকা ছাড়াও বৃহত্তর জয়নগর এলাকাতে প্রায় ১ থেকে ২ হাজার খেজুর গাছ বসানো হবে। জয়নগরের মোয়া কে বাঁচাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এদিন জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার ও বহড়ুর মিষ্টি ব্যবসায়ীদের হাতে খেজুর গাছ তুলে দেন সুজিত। একই সঙ্গে ৩, ৭, ১১, ১৩,১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ৬০ টি খেজুর গাছ বসানো হয়। মোয়া ব্যবসায়ী রণজিত ঘোষ,খোকন দাস,তিলক কয়াল বলেন, খেজুর গাছ আজ বিলুপ্তের পথে। গতবছর জয়নগর টাউন হলে এক মিটিং-এ তিনি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সমস্যা শুনেছিলেন। তারপরেই খেজুর গাছ রোপণের উপর জোর দিয়েছিলেন। সেই মতই এদিন ব্যবসায়ীদের হাতে খেজুর গাছ তুলে দেন তিনি। খেজুর গাছের পরিচর্যার ব্যাপারেও জোর দিতে হবে আমাদের। পুর প্রশাসক পদে না থেকে সুজিত বাবুর এমন কর্মকান্ডে খুশি ব্যবসায়ীরা। জয়নগরের মোয়া শিল্পকে বাঁচাতে প্রাক্তন চেয়ারম্যানের এই উদ্যোগে খুশি এই শিল্পের সাথে জড়িত মানুষজন।

থানার মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ সেপ্টেম্বর ছিল পুলিশ দিবস। গত বছর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রাজ্য জুড়ে পুলিশ দিবস হিসাবে ১ সেপ্টেম্বর দিনটি ঘোষণা করেন। এই বছর নোদাখালী থানা প্রাঙ্গণে বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ পুলিশ দিবস উদযাপন করল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি জীবনেশ রায়। এছাড়াও নোদাখালী থানার আইসি পার্থ সারথী ঘোষ সহ সকল পুলিশ আধিকারিক ভিলেজ ও সিভিক পুলিশ। স্বাগত বক্তব্যে সেখ বাপী বলেন, সবাই যখন নানা উৎসবে মেতে ওঠেন, তখন পরিবার ছেড়ে পুলিশবাহিনী ডিউটি করেন। ঝড়, বন্যা ও করোনাকালে পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই পুলিশদের জন্য একটি দিন ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী উপযুক্ত কাজ করেছেন। সব পুলিশ আধিকারিকদের ফুল, স্মারক ও মিষ্টি মুখ করিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নোদাখালী থানার আইসি পার্থ সারথী ঘোষ বলেন, তিনি প্রতিদিন

থানাবাসী যাতে ভালো থাকেন তার জন্য প্রার্থনা করেন। পুলিশ দিবসে নোদাখালী থানা একটি মানবিক উদ্যোগ নেয়, সাউথ বাওয়ালীর এলাকার এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করেন নোদাখালী থানার আইসি।

পরবর্তী সময়ে জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী এবং থানার পুলিশ আধিকারিকরা পুজা মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে টাকা পৌঁছে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানাজী, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুনাল মালিক।

পঞ্চ গুরু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়পুর জল

প্রকল্পের সংলগ্ন শ্রীশ্রী জগন্নাথ সেবাশ্রম মঠে গত জন্মাষ্টমীতে পঞ্চ গুরু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গুরু ধামের সূচনা হল। পরের দিন সকল ভক্তবৃন্দদের জন্য ছিল অন্নসেবা। যে পঞ্চগুরুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয় তাঁরা হলেন বাবা লোকনাথ, সাঁইবাবা, বামাক্ষেপা, রামকৃষ্ণ ও অনুকূল ঠাকুর। রামকৃষ্ণ আশ্রমের অন্যতম কর্তা দেবব্রত শাস্ত্রী জানালেন, সকল ভক্তরা এখানে এসে তাঁদের গুরুদেব পুজো দিতে পারবেন। ভক্তদের থাকার জন্য গৃহ ও শৌচালয় নির্মান হচ্ছে। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কাজ করবে আশ্রম। সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন দেবব্রত শাস্ত্রী।

বাচ্চা নষ্টের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিয়ের মাস তিনেকের মধ্যে সন্তানসম্ভবা পুত্রবধূ। সন্দেহের বসে পেটের বাচ্চা নষ্ট করার অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয় মারধর করে বাড়ি থেকে বেরও করে দেওয়া হয়। ঘটনায় কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করে তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কুলতলি থানা এলাকার কাঁটামারির বাসিন্দা ভৈরবী নস্করের সাথে বহু দিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল কুলতলির জালাবেড়িয়ার বাসিন্দা পরেশ নস্করের। দীর্ঘদিন ধরে মেলামেশার পর তাঁরা বিয়ে করেন। বিয়ের পর মাস তিনেকের মধ্যে ৪ মাসের সন্তান সম্ভবা হন ভৈরবী। তাঁর পেটের সন্তান অন্য কারোর এই সন্দেহের বশে নষ্ট করা হয় তাঁর সন্তান। তারপর থেকেই তাঁর উপর শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। অবশেষে এই ঘটনায় কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি :২৭ আগস্ট রামনগর গ্রামে চাপা পড়ে মারা গেলো বিন্দু চৌধুরী (৮)। জখম দুই বালক মুরারই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সিউড়ি মালিপাড়ায় ২৪ আগস্ট চিকিৎসক গৌরিশঙ্কর দে-র ভগ্নপ্রায় পুরানো ভাঙার সময় বাড়ি ভেঙে মারা গেলো শ্রমিক মাইকেল সোরেন। জখম একজন সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় সাঁইথিয়া নয়নং ওয়ার্ডে বাড়ির দেওয়াল পরে জখম কার্তিক সাউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাইরে ওসি ভিতরে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার শান্তিনিকেতন থানা পরে উত্তর নারায়ণপুর গ্রামে যায় আইজি পদমর্যাদার মহিলা জয়েন্ট ডিরেক্টর সম্পদ মীনার নেতৃত্বে সিবিআই-এর নয় সদস্যের প্রতিনিধিদল। ভোটে বিজেপিকে সমর্থন করায় মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে । ফরেন্সিক দল বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। শান্তিনিকেতন থানার ওসিকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পর গোপালনগরে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সিবিআই আধিকারিকরা। ভোট গণনার দিন বিজেপি কর্মী গৌরব সরকারকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ১২ জুন নবসন গ্রামে বিজেপি কর্মী মিঠুন বাগদীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠে। কোট গ্রামে ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত হয় বিজেপি কর্মী জাকির (৭২)। ১৪ মে মধুরা সেচখালের ধারে জমিতে বিজেপি কর্মী মনোজ জয়সওয়ালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সোমবার দুপুরে বারোজনের সিবিআই আধিকারিক দল ৬ সিআরপিএফ জওয়ানকে নলহাটি থানায় যান। ক্যানেল পাড় থেকে রাস্তার দূরত্ব ফিতে দিয়ে মাপার পর ছবি তুলে ম্যাপ এঁকে নেয়। কোট গ্রামে জাকির ও গোপালনগরে গৌরবের সঙ্গে কথা বলে সিবিআই আধিকারিকরা। রবিবার দুপুরে নবসন গ্রামে কাকঁরতলা থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম রাস্তায় শুয়ে মিঠুনের দেহ কীভাবে পড়েছিলো তা দেখান সিবিআই। মিঠুনের পরিবার গ্রামে না থাকায় প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন সিবিআই আধিকারিকরা।

জন্মাষ্টমী উৎসব

সঞ্জয় চক্রবর্তী: বঙ্গীয় যাদব মহাসভা, পশ্চিমবঙ্গ যাদব ছাত্রাবাস ও সহযোগী সংস্থার পক্ষে জন্মাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার মোমিনপুরে পশ্চিমবঙ্গ যাদব ছাত্রাবাস ভবনের দ্বিতল ভবনে ৩০ আগস্ট ২০২১। ভবনে প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা শুরু হয় ৯টায়। মুরারী মোহন পাল, ভাস্কর ঘোষ এবং ছাত্রাবাসের ছাত্রদের পরিচালনায় প্রথম পর্বে পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি এবং প্রসাদ বিতরন করা হয়। দ্বিতীয়পর্বে অনুষ্ঠিত হয় ভগবানের মাহত্ম্য বর্ণনা অনুষ্ঠান। ড. মোহনলাল মণ্ডলের মঙ্গলাচরন ও কৃষ্ণ বন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সভাপতি হারাধন গোপ। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতবর্ষীয় যাদব মহাসভার কার্যকরী সভাপতি ডাঃ স্বপনকুমার ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গ যাদব ছাত্রাবাসের সম্পাদক নির্মাল্য ঘোষ। ভাষণান্তে তিনি সকলকে অনুষ্ঠান শেষে প্রসাদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সভাপতি হারাধন গোপ, পশ্চিমবঙ্গ যাদব ছাত্রাবাসের সভাপতি ডাঃ

শ্যামল ঘোষ, সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি ডাঃ স্বপনকুমার ঘোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিধুভূষণ ঘোষ, পুরুলিয়া জেলা যাদব সভার সভাপতি বাণীব্রত মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক সুশীল গোপ, বঙ্গীয় যাদব মহাসভার অফিস সেক্রেটারী মুরারী মোহন পাল, সহকারী অফিস সেক্রেটারি আশিস ঘোষ, সদস্য দেবদাস ঘোষ, রবীন ঘোষ, ভাস্কর ঘোষ, সমর ঘোষ প্রমুখ।

বন্ধ তারাপীঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা সংক্রমণ রুখতে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে ৩ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন এবং রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ।

ভবিষ্যত অন্ধকারে

প্রথম পাতার পর

তবে বর্তমান কেন্দ্রে সরকারে থাকা বিজেপির বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিংকে একাধিকবার এ প্রসঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তার কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আবার অন্যদিকে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা সভাপতি তাপস দাশগুপ্তর প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি। এমনকি রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও, তাঁকে পাওয়া যায়নি।উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিড়া রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী প্রয়াত গোলাম বারির পাট গুদাম বলে পরিচিত গোডাউনে গিয়ে দেখা গেল সেটি বহুবছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। তার পরিবারের সদস্যারা জানান, একসময় এই গোডাউনটি রমরমিয়ে চলত। কুইন্টাল-কুইন্টাল পাট এখান থেকে রপ্তানি হত বারাকপুরের কয়েকটি জুট মিলে। তবে আশির দশকে প্রায় শেষ দিকে থেকে তা বন্ধ হতে শুরু হয়। শেষ দিকে বহু টাকা সংশ্লিষ্ট মিলগুলিতে পাওনা হলেও মিলগুলি তা পরিশোধ করেনি। ফলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে পাটেরও আগের মতো জোগান ছিল না। ফলে সংসার প্রতিপালনের জন্য বিকল্প হিসেবে অন্য ব্যবসায় যেতে হয়েছে তাদের।

জনৈক বিশ্লেষক মাবজুল চৌধুরী বলেন, 'বিগত শতকের সাতের দশক থেকেই বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষে বিদেশি শিল্পের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। এর ফল দেশিয় শিল্প ধ্বংস হতে আরম্ভ করে। যার মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। এই শিল্প যেমন ব্যয়বহুল, তেমনই সময় সাপেক্ষ। এ কারণে এর বিকল্প হিসেবে সস্তার বিদেশি প্লাস্টিক শিল্পের প্রসার ঘটানোর কাজ শুরু হয়। দেশিয় শিল্পের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিদেশি শিল্পের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এতে যেমন বিভিন্ন শিল্পপতিরা যুক্ত, তেমনই রাজনৈতিক দাদা-দিদিরাও যুক্ত। তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করছে, অধিক উৎপাদনশীল প্রজাতির পাট চাষ করার। এ ব্যাপারে চাষিদের উৎসাহিতও করা হচ্ছে। তবে এটা কতটা বাস্তবসম্মত ও ব্যবসায়িক দিক দিয়ে কতটা লাভজনক এ বিষয়ে এখনও তেমন কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি।'

দরকার দুয়ারে কর্মসংস্থান

প্রথম পাতার পর

মানুষ বাঁচার আশায় সরকারি সাহায্যের লাইনে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু তার আসল চাহিদা কাজ যেখানে সে তার শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে মানসিক শান্তি লাভ করবে।

বাম বিশারদদের কর্মকুশলতায় পশ্চিমবঙ্গের আকাশে কর্মসংস্থানের রোদ্দুর কবেই ঢেকে গিয়েছে অনিশ্চয়তার কালো মেঘে। শেষ দিকে ভ্রান্ত বুদ্ধবাবু তেড়ে ফুঁড়ে নামলেও সাগরেদদের অকর্মণ্যতায় আকাশ মেঘমুক্ত করা যায়নি। এরপর আরও ১১টা বছর পেরিয়ে গিয়েছে। সময় বলে দিচ্ছে গত ৫০ বছরে এই বঙ্গে এমন কোনও রাজনৈতিক আসেননি যাঁর কাছে কর্মসংস্থান ছিল প্রথম অগ্রাধিকার। কখনও কেউ ভেবেছেন বৃহৎ শিল্পই এনে দিতে পারে কর্মসংস্থানের জোয়ার, আবার কেউ ভেবেছেন কৃষির প্রসারই সরাতে পারে কালো মেঘের পর্দা। ফলে এই দুই লবির টানাপোড়েনে না হয়েছে শিল্পের পত্তন না হয়েছে কৃষির আধুনীকিকরণ। বরং পুরনো শিল্প প্রতিষ্ঠান ঝাঁপ বন্ধ করেছে, কৃষকের পরিবার উৎসাহ হারিয়েছে কৃষিকাজে। বাংলার মানুষ আটকে গিয়েছে কোনও রকমে কিছু একটা জুটিয়ে দুমুঠো ভাত যোগাড়ের লড়াইতে। যারা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র তারা খুব ভালোভাবে জানেন মানুষের কর্মসংস্থান ছেলে খেলার বিষয় নয়। যোগ্যতা অনুযায়ী দেশের মানুষকে কাজ পাইয়ে দেওয়া একটি নির্বাচিত সরকারের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। শুধু কতগুলো বৃহৎ শিল্প যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে না তেমনি অপরিকল্পিত কৃষিক্ষেত্র কর্ম যোগানোর উপযোগী নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিবিড় পরিকল্পনা। সরকারের হাতে থাকতে হয় দেশের মানুষের স্কিল বা কর্মকুশলতার তথ্য। সেই অনুযায়ী সে ঝালমুড়ি বেচবে না কম্পিউটারে বসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালাবে তা ঠিক করতে হয়। এমন পরিকল্পনা রচনা করার মতো সংবেদনশীল রাজনীতিক বঙ্গ রাজনীতির সারথী পদে যতদিন না আসীন হবে ততদিন যুব সমাজের হতাশা কাটবে না।

ক্ষতির মুখে নার্সারি

প্রথম পাতার পর

এককথায় বলা যায় নার্সারি হল বর্তমানে পূর্বস্থলীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিল্প। পূর্বস্থলী সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার শত শত পরিবার সারাটা বছরের রোজগারের জন্য এখানকার নার্সারি শিল্পের ওপর নানাভাবে নির্ভরশীল। কেউ চারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত। কেউ মাটি, বালি, টব, বাঁশ, খড়, পলিথিন সহ বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সরবরাহের কাজ করেন। কেউ পরিবহনের কাজে যুক্ত। এসবের পাশাপাশি বহুজন এখানকার নার্সারির উৎপাদিত ফুল-ফলের চারা, সার প্রভৃতি দূর-দূরান্তে ফেরি করে সংসার চালান। হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে নবদ্বীপ ধাম থেকে দু'টি স্টেশন পেরিয়ে এলেই পূর্বস্থলী। স্টেশনের একপাশে বিশাল এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে শংকর মহাদেব নার্সারি। এখানকার অন্যতম প্রধান কর্ণধার শংকর দত্ত বলেন, একে তো করোনার জন্য দীর্ঘদিন ধরে লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকায় বাইরের ক্রেতা-বিক্রেতারা আসতে পারছেন না। ফলে বিক্রিবাট্টার হার একেবারে তলানিতে।তার ওপর মাসকয়েক আগে আমফানের তাণ্ডবের পর এখন তো নাগারে বৃষ্টির উৎপাতে ফল-ফুলের চারার দফারফা হয়ে গেল। বীজতলায় জল জমে বহু টাকা মূল্যের চারা নষ্ট হয়ে গেছে। এখানকার সকল নার্সারির ব্যবসায়ীদের প্রায় একই দুরবস্থা। আমাদের এই অবস্থার কথা শুনে মাননীয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ গত সপ্তাহে এখানে এসেছিলেন। তিনি এখানকার একাধিক নার্সারি ঘুরে দেখার সময় অনেকেই তাঁর কাছে সরকারি বিভিন্ন সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়েছি। মন্ত্রীর এই পরিদর্শনে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী।

অন্ধকারে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা

প্রথম পাতার পর

যেখানে সরকারি চুক্তভিত্তিক গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মচারীদের বেতন যথাক্রমে ২১০০০ এবং ১৯০০০ টাকা।

মাননীয়া জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার সাথে আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে তিনবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। ২০১৯ সালের ৫ নভেম্বর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ কালে ওনার কাছে সমিতির পক্ষ থেকে কলেজ চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষকদের ন্যায় একটি বেতন কাঠামো এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের আবেদন জানানো হলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে সেটি কার্যকর করার জন্য আমাদের উপস্থিতিতেই নির্দেশ প্রদান করেছিলেন । এমনকি ২০২০ সালের ৭ ডিসেম্বর মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দফতরের নির্দেশে শিক্ষাদফতর কর্তৃক বেতন বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফাইল প্রস্তুত হয়ে বিকাশভবন সূত্র অনুযায়ী অর্থ দফতরে গেলেও তা এখনও কার্যকর হলো না। আমরা মনে করি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না শিক্ষা দফতরের গাফিলতির জন্য। আরও কিছু উদাহরণও এর সত্যতাকে স্পষ্ট করে তোলে। ২০১৯ সালে ২৬ জুলাই সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করে উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড চালুর কথা বলা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু হওয়ার পরদিন যদি কোনও শিক্ষক শিক্ষিকার মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর পরিবার পেনশনের সুবিধা পাবেন। কিন্তু শিক্ষাদফতরের গাফিলতি এবং উদাসীনতার ফলে সেই সরকারি নির্দেশিকা এখনও কার্যকর হলো না। এর ফলস্বরূপ আমরা বর্তমানে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকে হারালাম তাঁদের পরিবার পেনশন থেকে বঞ্চিত হলেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়া ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বিধানসভা ভবনে প্রাক নির্বাচনী বাজেটে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য প্রতিবছর ৩% ইনক্রিমেন্ট এবং ৩ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটি ঘোষণা করেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শিক্ষা দফতরের গাফিলতিতে কোনও সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ না করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে অমান্য করছেন। আমরা মনে করি শিক্ষা দফতরে কিছু উচ্চ পদাধিকারীর অসহযোগিতা সরকারের ভাবমূর্তিকে কলুষিত করছে এবং আমাদের মতন শিক্ষক শিক্ষিকাদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করাতে বাধ্য করছে। দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর মূল্যবান সময় আমাদের জন্য অপচয় করার সময় হয়ে ওঠেনি।

তাই শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে আমাদের অভিভাবিকা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার কাছে আমরা আমাদের ৮০৪ জন উচ্চমাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকা ও তাঁদের পরিবার আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি রাখছি। এর সাথে সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ এবং হস্তক্ষেপ ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষাৎ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। দাবী সমূহ-

উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের অবিলম্বে বেতন কেঠামো (পে-স্কেল) চালু করতে হবে। অবিলম্বে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিবছর ৩% ইনক্রিমেন্ট এবং ৩ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটির সরকারি নির্দেশিকা প্রকাশ করতে হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যে ফাইলের কাজ শুরু হয়েছিল, অবিলম্বে তা বাস্তবায়িত করা হোক। উচ্চমাধ্যমিক চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষকদের চাইল্ড কেয়ার লিভ চালু করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্থায়ীকরণ করতে হবে।

তাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি যাতে তাঁদের ওপর পড়ে এবং তাঁরা যেন সরকারের কাছ থেকে যথাযথ সম্মান এবং মর্যাদা পান। তাঁদের দাবিগুলি যেন সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখেন এবং তাঁরা হুশিয়ারিও দেন যদি আর বেশিদিন সহ্য এবং অপেক্ষা করতে হয় তাহলে তাঁরা পথে নামবেন আন্দোলনের পথে যাবেন। তার জন্য দায়ী থাকবে সরকার এবং শিক্ষা দফতর।

লুকোচুরি খেলতে হবে না

প্রথম পাতার পর

যে অফিসে বসে আছি, সেটা তাঁরই ফার্ম। তবুও সে দিন আমার মাথায় যে ভূত চেপেছিল কে জানে! দুম করে বলে ফেলেছিলাম, লেখার জন্য আপনি কার কাছে কত দিন টিকে থাকবেন তা আমি জানি না। তবে আপনি আমার কাছে টিকে থাকবেন ওই কলম আর কলম ঠিক করা লোক দুটির জন্য। বলেই, গটমট করে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

অফিসে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলাম, উনি আমার নামে কমপ্লেন করেছেন রমাপদ চৌধুরীর কাছে। না, তার পর আমি আর কোনও দিন তাঁর ওই অফিসে যাইনি। ওই ঘটনার প্রায় আঠাশ-উনত্রিশ বছর পরে যখন সুচিত্রা ভট্টাচার্য মারা গেলেন, তখন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তাবড় তাবড় সব কবি, লেখকেরা তাঁকে নিয়ে একান্তই ব্যক্তিগত গদ্য লিখেছিলেন। আমিও লিখেছিলাম। বলা হয়েছিল বুদ্ধদেব গুহকেও। তিনি লিখেছিলেন। যেহেতু ওই সংকলনটির কাজের সঙ্গে আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলাম, তাই সেই লেখাটি আনার জন্য সুচিত্রাদির ভাই কুণালদা আমাকে বলেছিলেন। বলেছিলেন, ওঁর বাড়ি থেকে লেখাটি সংগ্রহ করে আনার জন্য।প্রখ্যাত ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কারের নামে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে, গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপোর উল্টো দিকের যে সানি টাওয়ার সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু উপরে উঠিনি। নীচের সিকিউরিটি গার্ডকে বলেছিলাম, লেখাটা এনে দেওয়ার জন্য। উনি এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বলে কি আর কোনও দিনই তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়নি? হয়েছে। এই তো কিছু দিন আগে কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে কি একটা অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছিলাম। বেরোবার সময় তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। পাশ কাটিয়ে যখন যাচ্ছি, উনি মুখ ঘুরিয়ে বললেন, কোন দিকে যাবে? আমি তো রাসবিহারী হয়ে যাব।উনি জানতেন, আমি রাসবিহারীর কাছে থাকি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এত দিন পরেও সে কথা উনি মনে রেখেছেন দেখে। তবুও আমি সে দিন তাঁর গাড়িতে উঠিনি। এখন আমি চাইলেও তাঁর গাড়িতে আমার আর ওঠা হবে না। তাঁর পাশে বসে যাওয়া হবে না কোনও গন্তব্যে। গ্র্যান্ড হোটেলের আনন্দ পুরস্কারের অনুষ্ঠানে গেলেও আমাকে আর লুকোচুরি খেলতে হবে না।

লেন্স বার্তা

হচ্ছে বৃষ্টি, জমছে জল, সাথে চলছে জোর কদমে রাস্তা মেরামত এর কাজও। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ কতদিন তা কেউ জানে না।

পোটো পাড়ায় গনেশ বনাম বিশ্বকর্মা।

সাধের 'সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাস' : জমেছে জল, চলছে গাড়ি, চরছে রাজ হাঁস এর দল, চলছে মাছ ধরাও, খুলতেই হলো ক্যামেরার লেন্স।

ছবি : অভিজিৎ কর

বিদেশে যাওয়া খুবই সহজ। শুধু লাগবে পাসপোর্ট, করতে হবে ভিসা আর কাটতে হবে প্লেনের টিকিট। যদিও আশে পাশের দেশে যাওয়ার জন্য ট্রেনেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এক ডাক্তারের ইচ্ছাটাই অন্য। নাম ডাঃ দেবাঞ্জলি রায়। তিনি ও তাঁর স্বামী কৌশিক রায় তাঁদের পরিবার নিয়ে এবার রাশিয়া যাবেন চার চাকায় চেপে। 'দ্য রোডএসি' নামে তাঁদের এই সফর শুরু হবে আগামী ৯ অক্টোবর নতুন দিল্লি থেকে, শেষ হবে সাইবেরিয়ায়। চাকায় বিশ্ব দর্শন তাঁদের অনেকদিনের শখ। তাই ইতিমধ্যেই প্রায় ৩৬টি দেশে তাঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন গাড়িতে চেপেই এবং সারা রাস্তা ধরেই তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পকে তুলে ধরেন। ২০২২-এ কলকাতা থেকে লন্ডন পাড়ি দেবেন তাঁরা। রাশিয়া পাড়ি দেওয়ার আগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে ২ সেপ্টেম্বর তাঁদের এই যাত্রা পথ যাতে শুভ হয় তাই সকলের থেকে আশীর্বাদ চাইলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতায় রাশিয়ান উপ দূত মিখাইল ইউসেফ এবং বিধায়ক মদন মিত্র যিনি এই দম্পতির সঙ্গে অভিভাবকের মতো রয়েছেন উৎসাহ দানে এবং তাঁদের যে কোনও সমস্যা সমাধানে।

ছবি : উৎপল রায়

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের হলফনামা

বরুণ মণ্ডল : ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) - ২০১৯ - এর লোকসভা, বর্তমান রাজ্যসভা ও বিধানসভা থেকে মনোনীত ৭৮ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের (প্রধানমন্ত্রী সহ) স্বঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণ করেছে। সাম্প্রতিক মন্ত্রী পরিষদের সম্প্রসারণে, ৪৩ জন নতুন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হলেন। এই প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় পরিষদীয় মন্ত্রীদের ফৌজদারি মামলার প্রেক্ষাপট, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ৭৮ জন নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্বঘোষিত হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে ৩৩ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এই ৭৮ জনের মধ্যে আবার ২৪ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, ডাকাতি ইত্যাদি অভিযোগে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের মামলা রয়েছে। গুরুতর ফৌজদারি মামলা অর্থাৎ যে, অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর বা তার বেশি, যদি সে অপরাধ জামিন অযোগ্য হয় বা হামলা, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ সম্পর্কিত অপরাধ ইত্যাদি। যেমন চার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ফৌজদারি মামলা রয়েছে (আইপিসি সেকশন - ৩০৭)। পাঁচ জন মন্ত্রী

ঘোষণা করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে ধর্ম, জাতি, জন্মস্থান, বসবাস, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন সমুদয়ের মধ্যে শত্রুতা প্রচার এবং সম্প্রীতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ক্ষতিকর কাজ করা (আইপিসি সেকশন - ১৫৩এ) এবং স্বেচ্ছায় অসামাজিক খারাপ কাজ, ধর্মীয় বিক্ষোভ তৈরির উদ্দেশ্যে অথবা যে কোনও সম্প্রদায় ও তার ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করার (আইপিসি সেকশন - ২৯৫এ) জন্য মামলা রয়েছে। সাত জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনের অবৈধ আর্থিক লেনদেন (আইপিসি সেকশন - ১৭১এইচ), ঘুষ (আইপিসি সেকশন - ১৭১বি) এবং নির্বাচনে অযৌক্তিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে ফৌজদারি মামলা রয়েছে (আইপিসি সেকশন - ১৭১এফ)। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ৭৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৭০ জন মন্ত্রী আবার কোটিপতি। এই মন্ত্রীদের মাথা পিছু গড় সম্পদ হলো ১৬.২৪ কোটি টাকা। চার মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাদের মোট সম্পদ ৫০ কোটি টাকার বেশি। আট জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাদের মোট সম্পদ এক কোটি টাকার কম। এ রাজ্যের আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ক জন বার্লা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁর বিজেপি বিধায়ক শান্তনু ঠাকুর ও কোচবিহারের বিজেপি বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিক তিন জনেরই হলফনামায় জানানো মোট সম্পদ(অস্থাবর ও স্থাবর মিলিয়ে) এক কোটি টাকার কম। মোট ১৬ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাঁদের ১ কোটি টাকা বা তার বেশি দেনা (লাইয়্যাবিলিটিস) রয়েছে। আবার এই ১৬ জন মন্ত্রীদের মধ্যে তিন জন ঘোষণা করেছেন, তাঁদের দেনা ১০ কোটি টাকার বেশি। এই ৭৮ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মধ্যে ১২ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে, যেখানে ৬৪ জন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তার বেশি। ন' জন ডক্টরেট এবং দু'জন মন্ত্রীর ডিপ্লোমা আছে। এই ৭৮ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১১ জন(১৪ শতাংশ) হলেন মহিলা।

সুপ্রিম কোর্টে ৯ জন বিচারপতির শপথ গ্রহণ

কল্লোল গুহঠাকুরতা : সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে এই প্রথম একদিনে একসাথে এবং একই সঙ্গে ৯জন বিচারপতি শপথ নিলেন। এর মধ্যে তিনজন আছেন মহিলা বিচারপতি। গত ৩১ আগস্ট ২০২১

নন্দোৎসবের দিন সুপ্রিমকোর্ট তথা ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধান বিচারপতি নাথুলাপতি ভেঙ্কট রমোনা এই ৯ জন নতুন বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করালেন। সিনিয়ারিটি অনুযায়ী এই নতুন ৯ জন বিচারপতি হলেন যথাক্রমে (১) এ এস ওকা, প্রধান বিচারপতি কর্ণাটক হাইকোর্ট; (২) বিক্রম নাথ, প্রধান বিচারপতি, গুজরাট হাইকোর্ট, (৩) জে কে মাঞ্জেরী, প্রধান বিচারপতি, সিকিম হাইকোর্ট, (৪) হিমা কোহলী, প্রধান বিচারপতি, তেলেঙ্গা হাইকোর্ট, (৫) বি ভি নাগারুপা, বিচারপতি কর্ণাটক হাইকোর্ট; (৬) সি টি সবি কুমার, বিচারপতি কেরালা হাইকোর্ট; (৭) এম এস মুন্দ্রোণ, বিচারপতি মাদ্রাস হাইকোর্ট; (৮) বেলা এম ত্রিবেদী, বিচারপতি গুজরাট হাইকোর্ট এবং (৯) পি এস নরসিংহ সিনিয়র অ্যাডভোকেট সুপ্রিমকোর্ট। এর মধ্যে মহিলা বিচারপতিরা হলেন- (১) হিমা কোহলী, প্রধান বিচারপতি, তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট; (২) বি ভি নাগারত্না, বিচারপতি কর্ণাটক হাইকোর্ট এবং (৩) বেলা এম ত্রিবেদী, বিচারপতি গুজরাট হাইকোর্ট। এর মধ্যে বিচারপতি বি ভি নাগরত্না তাঁর স্বর্গীয় পিতা মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ই এস ভেঙ্কট রামাইয়া পদকে অনুসরণ করে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান মহিলা বিচারপতি নির্বাচিত হয়েছেন, যদিও প্রথম প্রধান মহিলা বিচারপতি হিসেবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ হবে মাত্র ৩৬দিন ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০২৭ পর্যন্ত। এছাড়াও গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিক্রমনাথ এবং সিনিয়ার অ্যাডভোকেট পিএস নরসিংহও তাদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ করবেন ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি হিসাবে।

চিলড্রেনস পার্ক বন্ধই থাকছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড নাইন্টিন অতিমারী আবহে কলকাতা পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত কলকাতা পুরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত কলকাতার প্রতিটি চিলড্রেনস পার্ক বন্ধ ছিল। সেগুলি আগের মতোই আপাতত বন্ধই থাকবে। তবে কলকাতার মর্নিং ওয়াকার'দের জন্য কলকাতা পুরসংস্থার যেসমস্ত পার্কগুলি এতোদিন সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকতো সেগুলি ১ সেপ্টেম্বর থেকে সকালের ওই তিন ঘন্টার সঙ্গে বিকেল বেলাকার কেবলমাত্র ইভিনিং ওয়াকার'দের জন্য বিকেল ৪টে থেকে সন্ধে ৬টা অতিরিক্ত এই দু'ঘন্টাও খোলা থাকবে বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের উদ্যান ও পার্কিং দফতরের সদস্য দেবাশিস কুমার। তিনি আরও জানান, কলকাতা পুরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত যেসমস্ত পার্কে সুইমিং পুল আছে, সেগুলিতে কেবল সুইমিং অ্যাক্টিভি আগের মতোই সকাল ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত চলবে। তবে কলকাতা পুরসংস্থার সমস্ত চিলড্রেনস পার্ক (শিশু উদ্যান) আগের মতোই বন্ধ থাকবে। তবে ওই পার্ক গুলিতে পরিচর্যার কাজ চলবে। এবং কলকাতা মহানগরের পথে গাড়ি রাখার সময়সীমা আগের সময়ের সঙ্গে আরও দু'ঘন্টা বেড়ে সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত করা হয়েছে।

শ্লথ গতিতে এগোচ্ছে জোকা ডিপোর কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রোরেলের প্রাথমিক পর্যায়ে জোকা-তারাতলা অংশের

ছ'টি দৃষ্টিনন্দন মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ অন্তিম পর্যায়। তা দেখে স্থানীয় জনগণ মনে করছে, দীর্ঘ ১২ বছর পর আগামী বছরের প্রথমার্ধে বেহালায় মেট্রোরেল চলতে শুরু করবে। কিন্তু মেট্রোরেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঠাকুরপুকুর-হাঁসপুকুর অঞ্চলে জোকা ডিপোর জন্য জমি সংগ্রহে নানান জটিলতার কারণে ডিপো নির্মাণের কাজ অনেক দেরিতে শুরু হওয়ায় কাজ এখনও অনেকটা বাকি ফলে এখনই মেট্রো চলাচল শুরু হচ্ছে না। আগামী বছরের শেষ বা ২০২৩ - এর মার্চের মধ্যে জোকা-তারাতলা অংশে প্রথম পর্যায়ে মেট্রোরেলের চলাচল শুরু হবে।

ইংল্যান্ডের বিশ্ব সেবাশ্রমের খাদ্যপ্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুদূর ইংল্যান্ডের পূর্বপ্রান্তের পিটারবারেরা শহরে ভবঘুরে এবং দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের বিনামূল্যে খাদ্যপ্রদান কর্মসূচি শুরু করল নিউ ব্যারাকপুরের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ। বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের লন্ডন শাখা থেকে ৪২ জন ভবঘুরে, দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য এবং পাণীয় সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে এই সেবামূলক কর্মসূচির সূচনা হয়। ৩১ অগাস্ট কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি কর্মসূচির সূচনা করেন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। বিদেশের বুকে এমন সেবা কর্মসূচি কেন নেওয়া হল এই প্রসঙ্গে শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী জানালেন-আমাদের দেশের দারিদ্রতাই তুলে ধরা হয় বার বার। অথচ দারিদ্রতা এবং অন্নহীনতা শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর

উন্নত দেশগুলিতেও কমবেশি বিদ্যমান। লন্ডন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতায় দেখেছি সেখানেও দারিদ্রতা, অন্নহীনতার সমস্যা আছে। তাই আমাদের সেবা প্রতিষ্ঠান দেশে যেমন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে তেমনি বিদেশের প্রান্তিক মানুষদের পাশেও সেবা ও স্নেহের স্পর্শ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। লন্ডন শাখা সঙ্ঘ থেকে তাই এমন উদ্যোগ নেওয়া হল যা চলতেই থাকবে আগামীদিনেও।

উল্লেখ্য সাম্প্রতিক লকডাউন, ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান', ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' কিংবা অক্সিজেন সংকট সব কিছুতেই দেশের মানুষের পাশে ছিল বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ। দিনের পর দিন বিনামূল্যে খাদ্যপ্রদান কিংবা গ্রামে গ্রামে ত্রাণ কার্য, করানো সংকটকালে অক্সিজেন পরিষেবা ছাড়াও নিজস্ব বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা, নিজস্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাসিক রেশন দান, স্বনির্ভরতা বিশেষত শিল্প-সংস্কৃতি চর্চায় উল্লেখযাগ্যে কৃতিত্ব রেখে চলছে এই প্রতিষ্ঠান।

মানিকতলা দলছুটের মহিলা নাট্যোৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে: মানিকতলা দলছুট মধ্য কলকাতার একটি নাট্য দল। দীর্ঘ দশ-বার বছর ধরে নাট্য জগতে তাদের প্রবেশ। তাদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা মহাত্মা গান্ধির সার্ধশত বর্ষের প্রারম্ভে- 'আলোর পথ যাত্রী' একটি উজ্জ্বল প্রয়াস। নির্দেশনায় ছিলেন মিঠু দে। এবার তাদের উপর আরও বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়লো। এটা ভাবতে ভালো লাগছে। বলাই বাহুল্য সে এটা বাংলা নাট্য অকাদেমির একটি সফল উদ্যোগ। মানিকতলা দলছুটের এই কার্নিভালে অনেকগুলি দল যোগদান করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১২ সেপ্টেম্বর। অভিনীত হচ্ছে পূর্বরঙ্গ নাট্যদলের নাটক 'লোকটি' নির্দেশনায় রোকেয়া রায়। সন্ধ্যা ছটায়। ১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছটায় অভিনীত হবে নজাট ভাবনা নিবেদিত নাটক 'মেঘমালা' নির্দেশনায় মিঠু দে। সন্ধ্যা সাতটায় অভিনীত হবে থিয়েটার ফোরাম বেলঘরিয়া উজান নিবেদিত তুহিনা বসুরায় নির্দেশিত নাটক 'উত্তরা কথা'। সন্ধ্যা ৭টা-৪৫ মিনিটে ঢাকুরিয়া নাট্যমুখ নিবেদিত ও সোমা চ্যাটার্জী নির্দেশিত নাটক 'রদবদল'।

নিবেদিত এবং উর্নাবর্তী সেন নির্দেশিত নাটক 'পার্শ্বচরিত্র'। সন্ধ্যা আট ঘটিকায় মঞ্চায়িত হবে সংকেত ছিয়েটার গ্রুপ নিবেদিত ও নন্দিতা মুখার্জী নির্দেশিত নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল' ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছটায় আলাপ সংলাপ নিবেদিত ও সর্বাণী রায় নির্দেশিত নাটক 'মূলমন্ত্র'। ৭টায় নিহারিকা আনন্দপুরি নিবেদিত এবং সুমা গাঙ্গুলী নিদেশিত নাটক 'দেখা' সন্ধ্যা ৮টায় সোদপুর অন্তরদীপন নিবেদিত ও পূর্ণা পাল নির্দেশিত নাটক 'রক্তের ডেলা'। ১৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ছটায় সন্ধ্যা ৮টা ১৫ মিনিটে বাগুইআটি সহজিয়া নিবেদিত এবং অর্ণিশা সেন নির্দেশিত নাটক 'তরোয়ু' অভিনীত হবে।

১৬ সেপ্টেম্বর শেষদিন বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন নিবেদিত ও পিয়ালি বসু নির্দেশিত নাটক 'পালক' অভিনীত হবে। প্রত্যেকটি নাটক বর্তমান সময়ের সমকালীন উপস্থাপনা এবং বিশিষ্টতার দাবি রাখে। আশা করি মানিকতলা দলছুট এবং মিঠু দের এই উদ্যোগ দর্শকানুকুল্য থেকে বঞ্চিত হবে না। ওদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

আলোর দিশা দুচাকার পাঠশালা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : করোনার বাড়াবাড়িতে শুরু হয়েছিল লকডাউন।আর লকডাউন এক লহমায় সমাজের বুকে অনেক অনেক কিছুই পরিবর্তন করে দিয়েছে । শিক্ষার যে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতো একটি শিশু, বর্তমানে করোনার তান্ডবে স্কুল, পাঠশালার দরজা বন্ধ থাকায় সেই শিক্ষার আলো অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে বসেছে। যদিও অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে। কিন্তু সেটাও যেন একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। বিশেষ করে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার মানুষের কাছে। প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার অধিকাংশ মানুষজন রুজি রোজগারের জন্য জঙ্গলে মধু, কাঠ, মাছ ধরার পেশায় যুক্ত। কেউ আবার বিভিন্ন কাজের জন্য কলকাতা সহ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে থাকেন। করোনার নিষ্ঠুরতম আগ্রাসন মানুষ জীবনের প্রায় সমস্ত কিছুই কেড়ে নিয়েছে। সেই পরিস্থিতে দাঁড়িয়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার শিক্ষায় নেমে এসেছে এক চরম বিপর্যয়। বিশেষ করে যে সমস্ত পরিবারের দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয়, তাদের কাছে মোবাইল ফোন মানে স্বর্গের চাঁদ। ফলে ফোন না থাকায় অনলাইন ক্লাস থেকে তারা বঞ্চিত।

আর অনলাইন শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য এগিয়ে এলেন ক্যানিং মহকুমার জীবনতলা থানার ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকার শিক্ষিত যুবক আমিনুর ইসলাম। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের দ্বীপের সাতজেলিয়ার সুকুমারি গ্রামে খুলে ফেলেছেন একটি পাঠশালা। সেই পাঠশালায় প্রতি রবিবার নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পঞ্চাশ জন ছাত্র ছাত্রীদের কে নিখরচায় পাঠদান করা হয়। আমিনুরের এমন কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছেন তার জন্য পনেরো বন্ধু-বান্ধবও। আমিনুরের ইচ্ছা আগামী দিনে আশপাশের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় আরো কয়েকটি পাঠশালা গড়ে তোলার কাজ। সেখানে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হবে। কেন এমন উদ্যোগ? এ প্রসঙ্গে জানা গেছে দরিদ্র পরিবারের আমিনুর এক সময় কলেজে পড়াশোনা করা কালীন দুঃখ দারিদ্রতা কি অনুভব করতে পেরে নিজেই গৃহশিক্ষকতার কাজ শুরু করেছিলেন নিজের পড়াশোনার খরচ জোগানের জন্য। সেই সময় নিজের দুঃখ দুর্দশা কে হার মানিয়ে দিয়েছিল বেশ কয়েকজন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর করুণ কাহিনি। শেষ পর্যন্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজের বুকে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন গণিত বিভাগের ছাত্র আমিনুর। নিখরচায় গৃহশিক্ষকতা করে বেশ কিছু ছাত্র ছাত্রীদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সেই থেকেই পথ চলা শুরু।

এরপর করোনা মহামারি থেকে কিছু একটা করতে হবে মনোভাব নিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সাথে আলোচনা করেন। যেমন আলোচনা। তেমনই কাজ শুরু। শুরু হয় প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায়

গিয়ে পাঠদানের কাজ। একমাত্র দুটি চাকার উপর ভর করেই চলছে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার সাতজেলিয়া দ্বীপের পাঠশালা। ইতিমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এই দুচাকার পাঠশালা। জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারী শরীফ থেকে দূষণহীন সাইকেল চালিয়ে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত সাতজেলিয়া দ্বীপে গিয়ে পাঠশালার কাজ শুরু করেন। পাঠশালার কাজ শেষ করে যথারীতি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আবারও সেই সাইকেলে করে প্রত্যাবর্তন। আর এই কারণে নামকরণ করেছেন 'দুচাকার পাঠশালা'। উল্লেখ্য ইয়াসের দাপটে বিপর্যস্ত সুন্দরবন দেখতে এবং দুর্গতদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে সাইকেল চালিয়ে সুন্দরবনে গিয়েছিলেন। সেখানে দুর্গত মানুষের সাথে কথা বলে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনেছিলেন। জানতে পেরেছিলেন করোনা আর লকডাউনের জেরে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা থেকে কয়েক কদম পিছিয়ে পড়ছে। তখনই আমিনুরের মাথা আসে দুর্গত মানুষদের শুধু সাহায্য করলে চলবে না। শিক্ষার আলোয় ফিরিয়ে আনতে হবে। সেই থেকে শুরু এই দুচাকার পাঠশালা। প্রথমেই ৩০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে পথ চলা শুরু। বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে।

আমিনুর জানিয়েছেন করোনার দাপটে বর্তমানে অনলাইন ক্লাসের জন্য অনেকেরই হাতে মোবাইল ফোন নেই। ফলে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার অনেক পরিবারের ছেলে মেয়েরা অনেকাংশে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। বর্তমানে তারা যাতে কোন ভাবে পিছিয়ে না পড়ে তার জন্য উদ্যোগ নিয়ে দুচাকার পাঠশালা খোলা হয়েছে। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সুকুমারি গ্রাম ছাড়াও অন্যান্য প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষার আলো প্রজ্জলিত রাখার জন্য আরো দুচাকার পাঠশালা খোলা হবে। সেখানেও একই ভাবে আমার বন্ধুবান্ধব'রা দুচাকায় ভর করে দুর্গম এলাকায় পৌঁছে গিয়ে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের নিখরচায় পাঠদান করবো।

ঘুটিয়ারী শরীফের যুবকদের এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাদের দাবি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে লকডাউনে এলাকার স্থানীয় শিক্ষকরা যদি সপ্তাহে একটা দিন এমন উদ্যোগ নিতেন তাহলে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়তো না।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com